দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 8 AUG 1990
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

পরীক্ষায় এই অবস্থার জন্য কারা দায়ী

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যতগুলো কেন্দ্রে এবার এইচ,এস,সি পরীক্ষা হচ্ছে সবগুলো কেন্দ্রেই নকল প্রবণতা কম। তার জন্য প্রশাসন প্রশংসিত। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজী পরীক্ষা ব্যতিরেকে আর যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে সব পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাওয়া গেছে এবং পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় হেড লাইনে লেখা থাকে আমি একজন ডিগ্রীর ছাত্র। আমি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পাশে অভয় আশ্রম নামে একটি প্রতিষ্ঠানে থাকি এবং লেখাপড়া করি। এখানে প্রায় ৩০ জনের মত ছাত্র লেখাপড়া করে। এবার প্রায় ১০ জনের মত এইচ,এস,সি পরীক্ষার্থী। ২৭-৭-৯০ তারিখে একজন পরীক্ষার্থীর হঠাৎ করে চোখে অসুখ দেখা দেয়। আমি তাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাই। তারপর ফেরার পথে বোর্ড অফিসের সামনে আমার এক বন্ধু আমাকে বলে ওকে জিজ্ঞাসা কর অংক ২য় পত্র প্রশ্ন লাগবে কি না। দাম মাত্র ১ শ' টাকা। পরীক্ষায় না আসলে টাকা ফেরত। আমি তাকে ধমক লাগিয়ে তাড়িয়ে দেই। একটু পরে আশ্রমে এসে দেখি পরীক্ষার্থী সব ছাত্র একত্রে বসে কি জানি করছে। জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা কি কর? ওরা উত্তর দিল দাদা প্রশ্ন Out। আমি শব্দ না করে চলে আসলাম। পরের দিন অর্থাৎ ২৮-৭-৯০ তারিখে অংক ২য় পত্র পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে সবাই কেন্দ্রে গেল। নির্ধারিত সময়ে সবাই পরীক্ষা দিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলাম কি খবর? পরীক্ষা কেমন হল। তারা বলল ১০০ নম্বরেরই উত্তর করেছি। কাল যে প্রশ্ন পেয়েছি সব 'কমন'।

আমার প্রশ্ন হল এই অবস্থার জন্য কারা দায়ী? প্রশাসন না ছাত্র? এভাবে দেশ আর কতদিন চলবে? আশা করি, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রশ্নের একটি সঠিক জবাব দিবেন।

ধীরেন্দ্র সূত্রধর,
অভয় আশ্রম,
লাকসাম রোড, কুমিল্লা।